

ইসলামের অপর পৃষ্ঠ ও হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)

আকাশ মালিক

জামাল যুদ্ধে পরাজিত হজরত আয়েশাকে (রাঃ) বন্দী করে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়ে, হজরত আলী (রাঃ) বাসরা থেকে কুফায় গমন করলেন ৩৬ হিজরীর রজব মাসে। সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করবেন। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখনও সিরিয়ার গভর্নর। মুয়াবিয়া (রাঃ) যে, হজরত আলীকে খলিফা হিসেবে এত সহজে মেনে নেবেননা, তা আলীরও জানা ছিল। আর মুয়াবিয়াও হজরত আলীকে লোমে পশমে চেনেন। রহসাজনকভাবে মুয়াবিয়া, হজরত আয়েশার সমর্থনে জামাল যুদ্ধে অংশ গ্রহন না করে, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। আলীর জন্যে তা ছিল বিরাট এড্‌ভানটেইজ। কিন্তু আলী জানতেননা যে, আসলে হজরত মুয়াবিয়া সিরিয়ায় আলীকে লৌহ-কঠিন খাঁচায় বন্দী করার ফাঁদ পেতে রেখেছেন। মুয়াবিয়া রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দিলেন যে- ‘আলী ইচ্ছে করলে উসমানকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতালোভী আলী তা না করে হত্যাকারীদেরকে সহযোগীতা করেছেন এবং বাহুবলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন’। আলী যখন আয়েশার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে, মুয়াবিয়া তখন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। হজরত মুয়াবিয়া সারা পৃথিবীতে উমাইয়া বংশীয় শাসন কয়েম করতে চান। তার আগে হাশেমী বংশের মোহাম্মদের (দঃ) একমাত্র উত্তরাধিকারী শেরে খোদা (আল্লাহর বাঘ) হজরত আলীর জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভিয়ে দেয়া চাই।

হজরত উসমানের সু-দীর্ঘ বারো বৎসরের অপশাসনে আরব মুসলিম সাম্রাজ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল, উসমান হত্যার মধ্য দিয়ে তা আরো দ্বি-গুণ হয়ে দেখা দিল। আলীর রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব এই সর্ব প্রথম কোরায়েশ বংশের হাশেমী গোত্রের নবী মোহাম্মদের রক্ত-সম্পর্কের একজন খলিফা পেল। আলী একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বটে কিন্তু দক্ষ রাজনীতিবিদ মোটেই ছিলেননা। ক্ষমতায় বসেই মারাত্মক ভুল করে বসলেন। আলীর চোখে ভেসে ওঠে মুসলিম সাম্রাজ্যের এক কুৎসিত ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি। তাঁর মনে পড়ে সেই কালো রাত্রীর কথা, যে রাত হজরত ওমর তাঁর দরজার সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলেছিলেন- ‘কে আছে ঘরের ভেতর বেরিয়ে এসো, আর আবু বকরের খেলাফত গ্রহন করো, অন্যতায় মানুষ সহ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো’। হজরত ফাতেমা বের হয়ে বলেছিলেন- ‘আমার ঘরে নবীজীর বিশৃঙ্খল গোটা কয়েক সাহাবী মেহমান আছেন। ওমর, তুমি কি নবীজীর মেয়ের ঘর আগুনে পোড়াতে চাও যার হাতে আছে বেহেশ্তের চাবী?’ উল্লেখ্য, আবু বকরের খেলাফত গ্রহন করার পর থেকে, ফাতেমার ঘরে রাতে কিছু লোক নিয়মিত বৈঠক করে পরামর্শ করতেন। তারা ফাতেমা ও আলীর মত আবু বকরের খেলাফত অস্বীকার করেছিলেন। ঐ ঘটনার পর হজরত ফাতেমা তাঁর সামীকে অনুরোধ করেছিলেন, মৃত্যুর পর যেন তাঁকে রাতের আঁধারে গোপনে দাফন করা হয়, যাতে ওমর তাঁর জানাজায় আসতে না পারেন। এর কিছুদিন পরেই হজরত ফাতেমা ইন্তেকাল করেন।

রাজ্যের সর্বত্রই আলী দেখতে পান মদ্য-পায়ী, উচ্চাভিলাসী, শারিয়া বিরোধী, সৈরাচারী, সেচ্ছাচারী, নারী-আসক্ত, ভোগ-বিলাসী, শাসকদের চেহারা। আলী একসাথে সকল প্রাদেশিক গভর্নরের পদ অবৈধ ঘোষণা করে দেন। রাগের বশে, আবেগের বশে, অথবা তাঁর ও তাঁর স্ত্রী হজরত ফাতেমার ওপর আবুবকর, ওমর ও ওসমান কর্তৃক সারা জীবনের অপমান, অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবেই হউক, আলীর এ কাজটি ছিল অদূরদর্শিতার প্রমাণ। বেশ কিছু প্রাদেশিক গভর্নর উসমান হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ করাতো দূরের কথা, আলীর খেলাফতই মেনে নিতে রাজী হলোনা। ‘উসমান হত্যার বিচার’ ইস্যুটি ছিল হজরত মুয়াবিয়ার চক্রান্ত, আলীর জন্যে এক মরণ-ফাঁদ। মুয়াবিয়ার কাছে ‘সবার ওপরে ধন আর ক্ষমতা সত্য’ এর উর্দে কিছুই ছিলনা। হজরত মুয়াবিয়াই নবী মোহাম্মদের (দঃ) ইসলাম সৃষ্টির গোপন রহস্য পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মুয়াবিয়া ছিলেন মোহাম্মদের (দঃ) রাজনৈতিক সচীব। তাই রাজনৈতিক ইসলামের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ফসল সম্ভবত তিনিই সব চেয়ে বেশী উপভোগ করেছিলেন। মুয়াবিয়া কোনদিনই মোহাম্মদের (দঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী ছিলেননা কিন্তু তাঁর (মোহাম্মদের) মাস্টার মাইন্ডেড ছিল-চাতুরী, ভন্ডামী, প্রতারণা-প্রবঞ্জন। ভালভাবেই অনুকরণ করেছিলেন। আর আজ সেই দক্ষতাই মোহাম্মদের (দঃ) শেষ বাতীটি চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে মুয়াবিয়া কাজে লাগাতে উদ্বৃত্ত হয়েছেন।

সারা মুসলিম জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উসমান হত্যায় জড়িত মিশর, মক্কা, কুফা, সহ বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহীগন হজরত আলীকে পরিষ্কার হুমকি দিয়ে বসলো, যদি উসমান হত্যার বিচার করা হয়, তাহলে আলীকেও উসমানের মত বড়ই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক পথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। আলী দেখলেন তিনি আজ সাত-পাঁকে বাঁধা পড়ে গেছেন। তলোয়ার দিয়ে রক্তের হুলি খেলা, যে আলীর নেশা, যে আলী মোহাম্মদের (দঃ) সহচরী হয়ে ৯৮টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে ‘আলী হায়দার’ ‘সাইফুল্লাহ্’ ‘বীর শ্রেষ্ঠ’ খেতাব পেয়েছিলেন, সে আলী আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় বড়ই ক্লান্ত। আজ মানুষের রক্তাসক্ত, আলীর মাতাল তরবারী চায় একটু বিরতি, শান্তির একটু নিঃশ্বাস। কিন্তু তা-তো হবার নয়। ক্ষমতা আর রক্ত যে একে অপরের সম্পূরক, সে কথা বুঝতে আলীর মোটেই দেরী হলোনা।

এখানে হজরত মুয়াবিয়ার জীবনের বিবিধ কার্যাবলী ও মোহাম্মদ (দঃ) বংশের হজরত আলীর সাথে শত্রুতার কারণ বুঝার প্রয়োজনে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া ভাল। মুয়াবিয়া ছিলেন সাহাবী হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার জারজ সন্তান। আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার বিবাহের তিন মাস পরে মুয়াবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হিন্দা ছিলেন একজন বেশ্যা। উর্দুভাষী একাধিক ঐতিহাসিক, হিন্দার চারিত্রিক বর্ণনায় বেশ্যা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সূত্রানুযায়ী হিন্দা, বেশ্যা নাহলেও তিনি যে, বহু-পুরুষগামী (Tart) মহিলা ছিলেন এবং মুয়াবিয়া যে তার জারজ সন্তান তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় হজরত হাসান (রাঃ) ও হজরত আয়েশার উক্তিতে। শাম ইবনে মোহাম্মদ কালভী (রঃ) তাঁর ‘কিতাবে মোসাব’ বইয়ে লিখেন- ‘হজরত হাসান (রাঃ) একদিন বাজ করে মুয়াবিয়াকে বলেন, তোমার কি মনে আছে তোমার আসল পিতা কে?’ মুয়াবিয়া কর্তৃক হজরত

আয়েশার ভাই মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর খুন হওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবিবা (মুয়াবিয়ার বোন ও নবীজীর স্ত্রী) আয়েশাকে আস্ত একটি ছাগল রান্না করে সদকা হিসেবে পাঠিয়ে দেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেন- ‘এর অর্থটা কি?’ উত্তরে উম্মে হাবিবা বলেন- ‘উসমান হত্যার পুরুষ্কার। তোমার ভাই উসমানকে খুন করেছিল’। আয়েশা অভিশাপ দিয়ে বলেন- ‘বহু-পুরুষগামী হিন্দার মেয়ের ওপর আল্লাহ্‌র গজব বর্ষীত হোক’। এর পরে আয়েশা যতদিন জীবিত ছিলেন, উম্মে হাবিবা ও তাঁর মা হিন্দাকে নামাজ শেষে অভিশাপ দিয়েছেন। হিন্দা ইসলামের ইতিহাসে নবীজীর চাচা হজরত হামজার কলিজা ভক্ষনকারী বলেও পরিচিত। ইবনে আবি আল্ হাদিদ তাঁর ‘নাহ্‌জুল বালাগা’ বইয়ে উল্লেখ করেন- মুয়াবিয়ার জন্মদাতা সম্ভাব্য পিতা চারজনের নাম লোক মুখে শুনা যায়। আবি ইবনে ওমর বিন্ মুসাফির, ওমর বিন্ ওলিদ, আব্বাস্ বিন্ আব্দুল মুত্তালিব এবং সাবাহ্ (এক ইথোপিয়ান কৃষক)। একই বক্তব্য পাওয়া যায় ‘রাবিউল্ আবরার’ কিতাবে আল্লামা হজরত জামাক্‌শারীর লেখায়। তবে যেহেতু হজরত আবু সুফিয়ানের, উৎবা নামে সর্বজন সীকৃত আরেকজন জারজ সন্তান ছিলেন, আমরা ধরে নিতে পারি, বিয়ের আগে তাঁর সাথে হিন্দার দৈহিক সম্পর্কের ফসল হজরত মুয়াবিয়া।

মোহাম্মদের (দঃ) মক্কা বিজয়ের পরে আবু সুফিয়ান নিজ পরিবার ও গোত্রের মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। আবু সুফিয়ান পেছনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকান। বদরের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাঁর নিজের ও মোহাম্মদের (দঃ) মধ্যকার শত্রুতার, কোরায়েশ বংশের অগণিত মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা এক দীর্ঘ ইতিহাস। চল্লিশটি বৎসর যে ছেলেটাকে আদরে আহ্লাদে কেউ এতটুকু কঠু কথা বলেনি, সেই হাশেমী বংশের একটা এতিম ছিলের হাতে উমাইয়া বংশের একি করণ পরাজয়। আবু সুফিয়ান ও তাঁর পরিবারের মন থেকে সেই পরাজয়ের গ্লানী কোনদিনই মুছে যায়নি। মোহাম্মদের কাছ থেকে, সরকারী উচ্চপর্যায়ে চাকুরী (সেক্রেটারী অব স্টেইট) দেয়ার অঙ্গিকার নিয়ে আবু সুফিয়ান ছেলে মুয়াবিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে অনুরূধ করেন। প্রথমে রাজী নাহলেও পরে দূর-প্রসারী ভবিষ্যত পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে মুয়াবিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন।

মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত দুরদর্শী, উচ্চাভিলাষী, চতুর রাজনীতিবিদ। তার অধীনেই মুসলিম সৈন্যগণ ত্রিপলী, আরমানিয়া, সাইপ্রাস সহ অনেক অঞ্চল দখল করে ভারত ও চীন দখল করতে চেয়েছিল। হজরত আলী তা ভাল করেই জানেন। আলী ভাবলেন, মদীনার অলিতে গলিতে উসমান হত্যার আহাজারী, আকাশে বাতাসে মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি থামতে না থামতেই আয়েশার বিরুদ্ধে করতে হলো জামাল যুদ্ধ। রক্ত-ক্ষয়ী জামাল যুদ্ধে দশ সহস্রাধিক মানুষের প্রান নাশের পরপরই, মুয়াবিয়ার সাথে আরেকটি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমুচিৎ হবেনা। হজরত আলী, হামদান প্রদেশের গভর্নর, বনি-বাজিলা প্রধান হজরত জারিরকে, মুয়াবিয়ার প্রতি একটি প্রস্তাব দিয়ে সিরিয়া পাঠালেন- ‘সিরিয়ার গভর্নর যেন অনতিবিলম্বে হজরত আলীর খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহন করেন’। হজরত মুয়াবিয়া বিষয়টা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সুচতুর মুয়াবিয়া হজরত জারিরকে এমন এক মায়াবিনী মন-মাতানো আতিথিয়েতা দিয়ে মুক্ত করে দিলেন যে,

হজরত জারির ভুলেই গেলেন, তিনি কি জন্যে এসেছিলেন। মুয়াবিয়ার চোখ-জুড়ানো রঙ্গীন প্রাসাদে, চিত্তরঞ্জন করে হজরত জারির ফিরে আসলেন দীর্ঘ তিন মাস পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে। বল্লেন- ‘মুয়াবিয়া হজরত আলীর সাথে রাষ্ট্রীয় কোন বিষয় নিয়ে কোনপ্রকার আলোচনায় বসতে রাজী নন, যতক্ষন পর্যন্ত না হজরত উসমানের হত্যাকারির ফাঁসি হবে। তিনি আরো বল্লেন-‘ এখনও হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কাটা আঙ্গুল দামেস্কের মসজিদের মিনারে ঝুলছে। সিরিয়ার আপামর জনসাধারণ আল্লার নামে জীবন মরণ কসম খেয়েছে, যতদিন পর্যন্ত হজরত উসমানের হত্যাকারী ও হত্যার পরিকল্পনাকারীদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দামেস্কের মসজিদে উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রীর কাটা আঙ্গুল ঝুলন্ত থাকবে’। সাহাবী হজরত মালিক আল্ আশতার (রাঃ) ভীষন রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে হজরত জারিরকে বল্লেন- ‘তুমিতো আমাদের প্রস্তাব মুয়াবিয়াকে আদৌ দাওনি। দীর্ঘ তিন মাস মুয়াবিয়া তোমাকে তার রাজপ্রাসাদে চিত্ত-বিনোদনে মত্ত রেখে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে’। এই সেই সাহাবী হজরত মালিক আল্ আশতার (রাঃ) যিনি অস্ত্রের মুখে হজরত আয়েশার দুই ভগ্নীপতি হজরত তালহা (রাঃ) ও যোবায়েরকে (রাঃ) আলীর খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। ভয়ঙ্কর মালিক আল্ আশতারকে হজরত জারির ভালভাবেই চেনেন। আলী যখন হজরত তালহা (রাঃ) ও যোবায়েরকে (রাঃ) তাঁর খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহন করতে প্রস্তাব দেন, মালিক আল্ আশতার তখন তাদের মাথার ওপর উম্মুক্ত শাণিত তরবারী হাতে দন্ডায়মান। প্রচলিত সাহসী বীর হজরত তালহা, যিনি ওহুদের যুদ্ধে নবীজীর প্রাণ রক্ষার্থে ঢাল হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে শত্রু-পক্ষের তীর-বর্শা নিজের বুক-পিঠে গ্রহন করেছিলেন, মালিক আল্ আশতারের তলোয়ারের সামনে, আলীর খেলাফত অনিচ্ছাকৃতভাবেই মেনে নিলেন। সাহাবী যোবায়েরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি নীরব রইলেন। মালিক আল্ আশতার সিংহের মত গর্জে উঠে হজরত আলীকে (রাঃ) বল্লেন-‘ আলী, যোবায়েরকে আমার কাছে আসতে দিন, তার মাথাটা তলোয়ারের এক আঘাতে দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি।’ উল্লেখ্য, ইসলামের চার খলিফা-নির্বাচনে প্রতিবারই একাধিক খলিফা-পদ-প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু কোনবারই গনতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং, কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের সময় থেকে। হজরত আলীর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। হজরত জারির বুঝতে পারলেন এখানে থাকা তার জন্যে নিরাপদ নয়। তিনি কুফা ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান এবং হজরত মুয়াবিয়ার সৈন্যদলে যোগদান করেন। মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র ও দুষ্ট ছল-চাতুরি দেখে হজরত আলী নিশ্চিত হলেন, বিষয়টার ফয়সালা অস্ত্রের মাধ্যমেই হতে হবে। সুতরাং আবারও যুদ্ধ, আবারও রক্ত-পাত। আলীর জ্যেষ্ঠ্য পুত্র হজরত হাসান, সিরিয়া আক্রমণ করতে পিতাকে নিষেধ করলেন । হাসান বল্লেন-‘ পিতা, প্রয়োজন হলে খেলাফত ছেড়ে দিন, মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে যাবেননা, মুয়াবিয়া সাংঘাতিক ভয়ানক মানুষ। এ যুদ্ধে মুসলিম জাহানের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর কত রক্তপাত, আর কত প্রানহানি ? হজরত আলী বল্লেন- ‘আজ যদি মুয়াবিয়াকে ছাড় দেয়া হয়, যদি তার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে না পারি, অল্পদিনের মধ্যেই সারা মুসলিম বিশ্ব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করে বসবে’। হজরত আলী বিলম্ব না করে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হয়ে যান। আলীর ইচ্ছে হলো উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করে সিরিয়া দখল করবেন। তাই মেসোপটামিয়ান মরুভূমির মধ্য দিয়ে একদল সেনাবাহিনী অগ্রীম পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেনাদলটি আল্-ফোরাত নদীর পশ্চিম কিনারে এসে মুয়াবিয়ার একটি সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধ্য হয়ে তারা মেসোপটামিয়ান ফিরে যায়। এদিকে হজরত আলী মূল সৈন্যদল নিয়ে টিগরিস হয়ে পশ্চিমে মসুল এলাকার ফাঁড়ি পথে মেসোপটামিয়ান অতিক্রম করে আল্-ফোরাত নদীর উপরিভাগে ‘আর্-রাব্বা’ নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন। আর্-রাব্বা ‘বালিক’ ও ‘আল্-ফোরাত’ নদীর মোহনা স্থান। অবাক বিষ্ময়ে আলীর সৈন্যদল লক্ষ্য করলেন নদী-পাড়ে এক বিরাট মানব বন্ধন তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি মালিক আল্ আশতার শানিত তরবারী উঁচু করে তাদের আক্রমণ করার হুমকি দিলেন। জনতা ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিল। সিরিয়ার সিমালত এলাকায় পৌঁছার পথে বেশ কয়েকটি যায়গায় হজরত আলীর সৈন্যদলের সাথে মুয়াবিয়ার ছোট ছোট সেনাবাহিনীর খন্ডযুদ্ধ হয়। ৩৬ হিজরীর জিল্হাজ মাসে, আলী তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার ‘সিফ্বীন’ নামক স্থানে এসে মোয়াবিয়ার ১২০ হাজারের মূল সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন। ইতিমধ্যে আলীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ হাজারে। আলী বুঝতে পারলেন চতুর্দিকে ব্যারিকেড, নদী পারে পানি-পথ বন্ধ, ১২০ হাজার সৈন্য মোতায়ন, এসকল মুয়াবিয়ার বহুদিনের সুনিপুণ আয়োজন।

চলবে-

বিঃদ্রঃ - আলোচ্য প্রবন্ধটি ‘ভিন্নমত’ ও ‘মুক্তমনা’ এর ওয়েব সাইটে রক্ষিত ইসলামের জন্ম ও হজরত উসমান (রাঃ) লেখাটির পরবর্তি ধারাবাহিক ঘটনা।